সংবাদ

তারিখ ... 09 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ১ ২

সারাদেশে আজ একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু

কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হতে পারেনি বেশিরভাগ শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আজ শনিবার থেকে সারাদেশে কলেজগুলোতে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হচ্ছে। গত ২৬ জুন ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর গত মাসের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে তা চলে এ মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত। বিভিন্ন কলেজ সূত্র জানায়, এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সামগ্রিকভাবে পাসের হার বৃদ্ধি এবং রেকর্ড পরিমাণ ৫২ হাজার ৫শ' শিক্ষার্থীর জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে দেশের সেরা কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য তুমুল প্রতিযোগিতা হয়। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সাধারণ কলেজে ভর্তির সুযোগ থাকায় এ প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজধানীর নামিদামি কলেজগুলোতে নির্ধারিত আসনের তুলনায় ৫/৬ গুণ বেশি প্রার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। ফলে ভর্তি পরীক্ষা না থাকলেও কাঙ্ক্ষিত কলেজে একটি আসন নিশ্চিত করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সোনার হরিণের মতো হয়ে উঠেছিল। দেশের যেকোন কলেজে ভর্তির জন্য সার্বিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের একটি আসন নিশ্চিত করতে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী গোল্ডেন জিপিএ পেয়েও ভর্তি হতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত কলেজে। ভর্তি নীতিমালায় প্রবাসী রেমিটারদের সন্তানদের বেলায় সুযোগ দেয়ার কথা বলা হলেও প্রবাসী কল্যাণ

ভর্তি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

ভর্তি : হতে পারেনি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত সনদ পেতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নানা কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া সার্বিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বয়স কম হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের হারাতে হয়েছে নামি কলেজের কাঙ্ক্ষিত আসনটি।

শিক্ষাবোর্ড সূত্র জানায়, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি ২০০৮-০৯ শিক্ষা বর্ষে কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় শহরে অবস্থিত কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত রেখে এবং বাকি ১০ শতাংশ বিভাগীয় সদরের বাইরের (মফস্বলের) শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রেখে এ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জেলা সদরে অবস্থিত কলেজের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মানা হয়েছে। ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সব বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৪৩ পয়েন্ট ধরে ক্রমান্বয়ে ৪০ পয়েন্টপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সমান পয়েন্টধারী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর মো. সাদিকুর রহমান গতকাল 'সংবাদ'কে জানান, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ (শনিবার) থেকে সারাদেশের কলেজগুলোতে একযোগে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে। তিনি বলেন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে বিভিন্ন কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন নীতিমালা লংঘন হয়নি বলে তিনি জানান। তবে কোন কোন বেসরকারি কলেজে নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে তিনি জানান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ফলের দিক দিয়ে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে প্রথম স্থান অধিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কলেজ শাখায় প্রায় ১ হাজার ৯০টি আসনের বিপরীতে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করে। অপরদিকে ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের নির্ধারিত ৬শ' আসনের বিপরীতে প্রায় ৭ হাজার এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ২০০ আসনের বিপরীতে ৭ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করে। রাজধানীর সেরা কলেজগুলোর মধ্যে নটর ডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ, তিতুমীর কলেজসহ নামিদামি কলেজগুলোতে মোট আসনের বিপরীতে প্রায় ৫/৬ গুণ বেশি শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে বলে কলেজ সূত্র জানিয়েছে। ভর্তির নীতিমালা মেনে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী এসব নামিদামি কলেজে একটি আসন নিশ্চিত করে শেষ হাসি হাসলেও বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় হতাশ হতে হয়েছে তাদের। ফলে আর্থিকভাবে সচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীরা বেসরকারি কলেজে লাখ লাখ টাকা দিয়ে ভর্তি হলেও গরিব শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারেনি।